The Financial Express

21 AUG 2025

Asian markets waver as Japan exports show tariff strain

HONG KONG, Aug 20 (AFP): Asian markets were mixed Wednesday in the face of worrying signs for Japanese exports, as investors await signals from US policymakers of an interest rate cut in the world's largest economy.

Traders have also been watching the recent diplomatic whirlwind to resolve the protracted war in Ukraine after President Donald Trump's high-stakes meeting with Russian counterpart Vladimir Putin in Alaska.

Eyes are now on potential face-to-face talks between Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who has said he is ready for such a meeting.

Tokyo dropped sharply on Wednesday, closing the day down 1.5 percent. South Korea and Taipei also finished down.

Hong Kong recovered from a morning dip to advance during afternoon trading. Shanghai, Sydney, Jakarta and Bangkok also rose. Manila was flat.

Hong Kong's stock exchange operator posted record half-year revenue on Wednesday, riding a renewed surge in public listings and trading activity at the Chinese finance hub.

Tuesday on Wall Street saw several major technology firms lose significant market share, including Nvidia, Palantir and Oracle.

The selloffs come amid increasing unease over a prolonged rally in tech stocks this year despite a range of uncertainties facing the global economy.

Among the challenges are biting tariffs unleashed by Trump on major US trading partners this year.

Official data showed Wednesday that Japanese exports suffered their steepest drop in more than four years last month.

Hours later, statistics authorities in Britain revealed that inflation in the country reached its highest level in July since the start of last year, a sign of further pressure on the economy.

The higher-than-expected reading "came largely as a result of yet another chunky rise in food prices, but also by virtue of an upward impulse from consumer energy costs", wrote Michael Brown, senior research strategist at Pepperstone.

The Business Standard

21 AUG 2025

India suspends cotton import duty in signal to US, relief for garment industry

TRADE – INDIA

REUTERS

India has suspended an 11% import duty on cotton until September 30, in a move seen as a signal to Washington that New Delhi is willing to address US concerns on agricultural tariffs, while also easing pressure on its garment industry.

The temporary suspension, announced late on Monday, could benefit US cotton growers and provide relief to India's apparel sector, which faces tariffs of nearly 60% on shipments to the United States from later this month.

A planned visit by US trade negotiators to New Delhi from 25-29 August has been called off, delaying talks on a proposed bilateral trade agreement and dashing hopes of relief from an additional 25% US tariff on Indian goods from 27 August. I SEE PAGE 14 COL 3

President Donald Trump earlier this month announced an extra tariff on Indian goods as punishment for New Delhi's purchases of Russian oil, doubling the total duty to 50% on US imports of Indian goods from later this month.

Indian exports had previously faced levies of 0-5%, with duties on some textiles ranging between 9% and 13% before Trump raised tariffs in April.

The United States is the biggest market for India's garment exporters, who say steep tariffs are leading to order cancellations and making them uncompetitive against Bangladesh and Vietnam, which have US duties of 20%, and China at 30%.

India's labour-intensive sectors, including textiles, footwear, engineering goods and shrimp, have been jolted by US tariffs, and are now seeking alternative markets.

"The largest beneficiary of the duty free import will be the US, the second largest supplier to India," said Ajay Srivastava, founder of Global Trade Research Initiative, a New Delhi-based think tank, adding India already allows duty-free cotton imports from Australia within a quota.

Cotton imports more than doubled to $1.2 billion in the 2024/25 fiscal year to March, from $579 million a year earlier, led by $258 million from Australia, $234 million from the United States, $181 million from Brazil and $116 million from Egypt, Srivastava said.

The sharp rise in US tariffs comes just as India was emerging as a stronger alternative for American garment buyers, with Bangladesh facing political uncertainty and companies seeking to diversify supply chains beyond China.

প্রথম আলো
21 AUG 2025

চামড়াবিহীন জুতা কারখানায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্রয়াদেশ বাড়ছে

পাল্টা শুল্কের প্রভাব

পাল্টা শুল্কের ডামাডোলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত জুলাইয়ে চামড়াবিহীন জুতার রপ্তানি বেড়ে তিন গুণ হয়েছে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

পাল্টা শুল্ক কার্যকরের পর দেশের চামড়াবিহীন জুতা কারখানায় যুক্তরাষ্ট্রের স্থগিত হওয়া ক্রয়াদেশ ফিরতে শুরু করেছে। আবার বাড়তি ক্রয়াদেশ দিতে কথাবার্তাও শুরু করেছে অনেক মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান। তবে যেসব প্রতিষ্ঠান আগে থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি করছে, তারাই শুরুতে ক্রয়াদেশ পাচ্ছে।

দেশের অধিকাংশ চামড়াবিহীন জুতা কারখানা তাদের উৎপাদিত জুতা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশে রপ্তানি করে থাকে। তবে পাল্টা শুল্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এই পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের হিস্যা দ্রুত বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন খাত সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা।

একাধিক রপ্তানিকারক বলেন, কিছু মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান গত বছর থেকে বাংলাদেশে ক্রয়াদেশ দিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে। আবার পুরোনো ক্রেতারাও ক্রয়াদেশ বাড়াতে চাচ্ছেন।

এদিকে পাল্টা শুল্কের ডামাডোলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চামড়াবিহীন জুতার রপ্তানি বাড়তে শুরু করেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাসে; অর্থাৎ জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ৩৩ লাখ মার্কিন ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি। গত বছরের জুলাইয়ে রপ্তানি হয়েছিল ১০ লাখ ডলারের চামড়াবিহীন জুতা। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছর বাংলাদেশ থেকে ৫২ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ১ কোটি ৯৫ লাখ ডলারের পণ্য। এই রপ্তানি তার আগের অর্থবছরের তুলনায় ৫১ শতাংশের বেশি।

ন্যাশনাল পলিমার (এনপলি) গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এনপলি ফুটওয়্যারের মাসে ৩ লাখ ৫০ হাজার জোড়া চামড়াবিহীন জুতা উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। তাদের কারখানায় কাজ করেন সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক। প্রতিষ্ঠানটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি করে। তাদের মোট রপ্তানির ৮ থেকে ৯ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র।

চলতি বছর কয়েকটি নতুন মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ শুরু করেছে এনপলি ফুটওয়্যার। প্রাথমিক কাজ শেষে জুতা রপ্তানি করে তারা। সেই ক্রেতারা আরও বেশি ক্রয়াদেশ দেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। তবে বাড়তি শুল্ক আরোপের পর সবাই চুপচাপ হয়ে যান। ৮০ হাজার জোড়া জুতার একটি ক্রয়াদেশও স্থগিত হয়ে যায়। তবে চলতি মাসে সেই ক্রয়াদেশ আবার ফিরেছে। অন্য ক্রেতারাও আলোচনা শুরু করেছেন।

এ বিষয়ে এনপলি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রিয়াদ মাহমুদ *প্রথম আলোকে* বলেন, পাল্টা শুল্ক চূড়ান্ত হওয়ার পর ক্রয়াদেশ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন মার্কিন ক্রেতারা। গত মাস পর্যন্ত তাঁরা প্রতিশ্রুত ক্রয়াদেশের ২০ শতাংশ দিলেও এখন শতভাগ দিচ্ছেন। এ জন্য আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বরের ক্রয়াদেশ বাড়তে শুরু করেছে। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের রপ্তানি বড় অংশই ইইউর

> **পাল্টা শুল্ক চূড়ান্ত হওয়ার পর ক্রয়াদেশ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন মার্কিন ক্রেতারা। গত মাস পর্যন্ত তাঁরা প্রতিশ্রুত ক্রয়াদেশের ২০ শতাংশ দিলেও এখন শতভাগ দিচ্ছেন। এ জন্য আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বরের ক্রয়াদেশ বাড়তে শুরু করেছে।**
>
> রিয়াদ মাহমুদ, এমডি, এনপলি গ্রুপ

> **যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানিতে শীর্ষ তিন দেশ হচ্ছে চীন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া। চীনের পাল্টা শুল্ক বেশি হওয়ায় সেখান থেকে ব্যবসা এ দেশে আসছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ড আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।**
>
> আর এন পাল, এমডি, আরএফএল গ্রুপ

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) তথ্যানুযায়ী, গত বছর যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশ থেকে ২৫ বিলিয়ন ডলারের জুতা আমদানি করে। তার মধ্যে চামড়াবিহীন জুতা ছিল ১২ বিলিয়ন ডলারের।

এই বাজারে চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানিকারক শীর্ষ সাত দেশ হচ্ছে চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, ভারত, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশ। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া চামড়াবিহীন জুতার অর্ধেক (৬ বিলিয়ন ডলার) চীন থেকে গেছে। ভিয়েতনাম রপ্তানি করেছে ৫ বিলিয়ন ডলারে চামড়াবিহীন জুতা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ৩১ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভিয়েতনামের মতো বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে পাল্টা শুল্ক সংশোধন করে ২০ শতাংশ করেন। তার বিপরীতে চীনা পণ্যে এখন শুল্কের পরিমাণ ৩০ শতাংশ। ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ার পণ্যে ১৯ শতাংশ পাল্টা শুল্ক। তবে ভারতের পণ্যে শুল্কের হার ২৫ শতাংশ, যা প্রতিযোগী দেশের চেয়ে তুলনামূলক বেশি। শুধু তা-ই নয়, রাশিয়ার জ্বালানি কেনার 'অপরাধে' ভারতের পণ্যে আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। নরসিংদীর ডাঙ্গা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ২০২১ সালে রপ্তানিমুখী চামড়াবিহীন জুতা উৎপাদনের কারখানা গড়ে তুলে আরএফএল গ্রুপ। পরবর্তী সময়ে রংপুর, রাজশাহী ও ঈশ্বরদী আরও তিনটি কারখানা চালু করে তারা। গত অর্থবছর ৫ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি করেছে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এই গ্রুপ।

আরএফএল গ্রুপ শুরু থেকেই ইইউর বাজারের জন্য জুতা উৎপাদন করছে। তবে বর্তমানে তারা মার্কিন জুতার ব্র্যান্ড স্কেয়ার্স জন্যও জুতা উৎপাদন করছে। আগামী মাস থেকে সেই জুতা রপ্তানিও শুরু হবে। আরএফএলের জন্য এটি হবে প্রথম মার্কিন কোনো ব্র্যান্ডের জন্য জুতা রপ্তানি।

গ্রুপটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আর এন পাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানিতে শীর্ষ তিন দেশ হচ্ছে চীন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া। চীনের পাল্টা শুল্ক বেশি হওয়ায় সেখান থেকে ব্যবসা আমাদের দেশে আসছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ড আমাদের সঙ্গে

বাংলাদেশের হিস্যা দ্রুত বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন খাত সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা।

একাধিক রপ্তানিকারক বলেন, কিছু মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান গত বছর থেকে বাংলাদেশে ক্রয়াদেশ দিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে। আবার পুরোনো ক্রেতারাও ক্রয়াদেশ বাড়াতে চাচ্ছেন।

এদিকে পাল্টা শুল্কের ডামাডোলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চামড়াবিহীন জুতার রপ্তানি বাড়তে শুরু করেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাসে; অর্থাৎ জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ৩৩ লাখ মার্কিন ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি। গত বছরের জুলাইয়ে রপ্তানি হয়েছিল ১০ লাখ ডলারের চামড়াবিহীন জুতা। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছর বাংলাদেশ থেকে ৫২ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ১ কোটি ৯৫ লাখ ডলারের পণ্য। এই রপ্তানি তার আগের অর্থবছরের তুলনায় ৫১ শতাংশের বেশি।

ন্যাশনাল পলিমার (এনপলি) গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এনপলি ফুটওয়্যারের মাসে ৩ লাখ ৫০ হাজার জোড়া চামড়াবিহীন জুতা উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। তাদের কারখানায় কাজ করেন সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক। প্রতিষ্ঠানটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি করে। তাদের মোট রপ্তানির ৮ থেকে ৯ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র।

চলতি বছর কয়েকটি নতুন মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ শুরু করেছে এনপলি ফুটওয়্যার। প্রাথমিক কাজ শেষে জুতা রপ্তানি করে তারা। সেই ক্রেতারা আরও বেশি ক্রয়াদেশ দেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। তবে বাড়তি শুল্ক আরোপের পর সবাই চুপচাপ হয়ে যান। ৮০ হাজার জোড়া জুতার একটি ক্রয়াদেশও স্থগিত হয়ে যায়। তবে চলতি মাসে সেই ক্রয়াদেশ আবার ফিরেছে। অন্য ক্রেতারাও আলোচনা শুরু করেছেন।

এ বিষয়ে এনপলি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রিয়াদ মাহমুদ *প্রথম আলোকে* বলেন, পাল্টা শুল্ক চূড়ান্ত হওয়ার পর ক্রয়াদেশ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন মার্কিন ক্রেতারা। গত মাস পর্যন্ত তাঁরা প্রতিশ্রুত ক্রয়াদেশের ২০ শতাংশ দিলেও এখন শতভাগ দিচ্ছেন। এ জন্য আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বরের ক্রয়াদেশ বাড়তে শুরু করেছে। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের রপ্তানি বড় অংশই ইইউর বাজারে। মার্কিন ক্রয়াদেশ পেলে সেখান থেকে আমরা কিছুটা সরে আসব। এতে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে বলে আশা করছি।'

সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

আর এন পাল, এমডি, আরএফএল গ্রুপ

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) তথ্যানুযায়ী, গত বছর যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশ থেকে ২৫ বিলিয়ন ডলারের জুতা আমদানি করে। তার মধ্যে চামড়াবিহীন জুতা ছিল ১২ বিলিয়ন ডলারের।

এই বাজারে চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানিকারক শীর্ষ সাত দেশ হচ্ছে চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, ভারত, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশ। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া চামড়াবিহীন জুতার অর্ধেক (৬ বিলিয়ন ডলার) চীন থেকে গেছে। ভিয়েতনাম রপ্তানি করেছে ৫ বিলিয়ন ডলারে চামড়াবিহীন জুতা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ৩১ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভিয়েতনামের মতো বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে পাল্টা শুল্ক সংশোধন করে ২০ শতাংশ করেন। তার বিপরীতে চীনা পণ্যে এখন শুল্কের পরিমাণ ৩০ শতাংশ। ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ার পণ্যে ১৯ শতাংশ পাল্টা শুল্ক। তবে ভারতের পণ্যে শুল্কের হার ২৫ শতাংশ, যা প্রতিযোগী দেশের চেয়ে তুলনামূলক বেশি। শুধু তা-ই নয়, রাশিয়ার জ্বালানি কেনার 'অপরাধে' ভারতের পণ্যে আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। নরসিংদীর ডাঙ্গা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ২০২১ সালে রপ্তানিমুখী চামড়াবিহীন জুতা উৎপাদনের কারখানা গড়ে তুলে আরএফএল গ্রুপ। পরবর্তী সময়ে রংপুর, রাজশাহী ও ঈশ্বরদী আরও তিনটি কারখানা চালু করে তারা। গত অর্থবছর ৫ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি করেছে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এই গ্রুপ।

আরএফএল গ্রুপ শুরু থেকেই ইইউর বাজারের জন্য জুতা উৎপাদন করছে। তবে বর্তমানে তারা মার্কিন জুতার ব্র্যান্ড স্কেয়ার্স জন্যও জুতা উৎপাদন করছে। আগামী মাস থেকে সেই জুতা রপ্তানিও শুরু হবে। আরএফএলের জন্য এটি হবে প্রথম মার্কিন কোনো ব্র্যান্ডের জন্য জুতা রপ্তানি।

গ্রুপটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আর এন পাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানিতে শীর্ষ তিন দেশ হচ্ছে চীন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া। চীনের পাল্টা শুল্ক বেশি হওয়ায় সেখান থেকে ব্যবসা আমাদের দেশে আসছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ড আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। আশা করছি যুক্তরাষ্ট্রে চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানিতে আমাদের বাজার হিস্যা বাড়বে।'

বণিক বার্তা

2 1 AUG 2025

জাপানি রাবারের দাম ঊর্ধ্বমুখী

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ভারতে গাড়ির চাহিদা বাড়ার প্রত্যাশা এবং প্রধান উৎপাদক দেশ থাইল্যান্ডে প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফিউচার মার্কেটে জাপানি রাবারের দাম বেড়েছে। খবর বিজনেস রেকর্ডার।

ওসাকা এক্সচেঞ্জে (ওএসই) আগামী জানুয়ারিতে সরবরাহের চুক্তিতে জাপানি রাবারের দাম কেজিপ্রতি ১ দশমিক ৭ ইয়েন বা দশমিক ৫৩ শতাংশ বেড়ে ৩২০ ইয়েনে (প্রায় ২ দশমিক ১৭ ডলার) পৌঁছেছে। অন্যদিকে সাংহাই ফিউচারস এক্সচেঞ্জে (এসএইচএফই) জানুয়ারিতে সরবরাহ চুক্তিতে রাবারের দাম টনপ্রতি ১৫ হাজার ৮২৫ ইউয়ানে (২ হাজার ২০২ ডলার ১৪ সেন্ট) স্থির হয়েছে।

ভারতে ছোট গাড়ির ওপর থেকে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) ২৮ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। বহুজাতিক আর্থিক পরিষেবা প্রতিষ্ঠান সিটি বিশ্লেষকরা বলছেন, এতে দীর্ঘকাল ধরে দুর্বল থাকা চাহিদা আবার বাড়বে। টায়ার তৈরির কাঁচামাল হিসেবে রাবারের চাহিদা বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এদিকে থাইল্যান্ডের আবহাওয়া বিভাগ ২১-২৪ আগস্ট ভারি বৃষ্টিপাত ও আকস্মিক বন্যার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, যা ফসলের ক্ষতি করতে পারে বলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

কালবেলা

2 1 AUG 2025

ইইউতে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ১৭.৯ শতাংশ

শীর্ষে চীন-কম্বোডিয়া

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তবে প্রবৃদ্ধির হার ইইউর মোট আমদানি বৃদ্ধির চেয়ে বেশি হলেও চীন ও কম্বোডিয়ার মতো প্রতিযোগী দেশের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে।

সম্প্রতি ইউরোস্ট্যাটের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুনের এ সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ ইইউর বাজারে ১০ দশমিক ২৯ বিলিয়ন ইউরো মূল্যের পোশাক রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের ৮ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ইউরো থেকে ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি। আর সামগ্রিকভাবে ইইউর পোশাক আমদানি ১২ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়ে ৪৩ দশমিক ৩৯ বিলিয়ন ইউরোতে দাঁড়িয়েছে, যা গত বছরের ৩৮ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ইউরো থেকে বেশি।

জানা গেছে, প্রবৃদ্ধি বেড়ে যাওয়ায় ইইউর বাজারে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক সরবরাহকারী হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে। তবে, এ বাজারে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে এশিয়ার দেশ চীন ও কম্বোডিয়া। এ বছর ইইউর বাজারে চীন তার সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক অবস্থান ধরে রেখেছে। দেশটির রপ্তানি বেড়েছে ২২ দশমিক ৩ শতাংশ। অন্যদিকে কম্বোডিয়া সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তাদের রপ্তানি ৩০ দশমিক ৪ শতাংশ। তবে বাংলাদেশ তার প্রধান আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর তুলনায় ইইউ বাজারে ভালো প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে। যেমন ভারত এ সময়ে ২ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ইউরো মূল্যের পোশাক রপ্তানি করেছে, যা আগের বছরের ২ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন ইউরো থেকে ১৫ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি।

এ ছাড়া পাকিস্তান রপ্তানি করেছে ১ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ইউরো, যা ২০২৪ সালের ১ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ইউরো থেকে ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়েছে। এতে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকলেও রপ্তানির পরিমাণ বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম। অন্যদিকে ভিয়েতনামও তার প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। দেশটি ২ দশমিক ২ বিলিয়ন ইউরো মূল্যের পোশাক রপ্তানি করেছে, যা এক বছর আগে ১ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ইউরো থেকে ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি।

তবে তুরস্কের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। দেশটির রপ্তানি ৭ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ইউরোতে, যা ইইউর বাজারে চাহিদা কমার প্রতিফলন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★ ঢাকা ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো